যীশু কে?

"বস্তুতঃ আমরা আপনাদিগকে নয়, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতেই প্রভু বলিয়া প্রচার করিতেছি, এবং আপনাদিগকে যীশুর নিমিত্ত তোমাদের দাস বলিয়া দেখাইতেছি"। ২ করিন্থীয় ৪:৫

পিটার ওয়াকার

www.1peter1three.weebly.com

Translated and designed by
Good Shepherd Media, Secunderabad 500 067
E-mail: printing@ombooks.org

সূচীপত্র

ভূমিকা 5

যীশু কে? 7

খ্রীষ্টের বার্তা 9

বিশ্বাস 11

গুপ্তধন 14

রক্ত 16

আত্মা 18

আমন্ত্রণ 20

নতুন জীবন 23

যে শাস্ত্রগুলি উল্লেখ করা হয়েছে 26

আমি এই পুস্তকটি আপনার, অর্থাৎ পাঠকের উদ্দেশে উৎসর্গ করি। আপনার সাথে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার কাছে বাইবেলের কোনো আনুষ্ঠানিক ভাবে জ্ঞান লাভ হয়নি, এবং আমি স্পষ্ট ভাবে জানি না যে ঈশ্বতত্ত্ব দিক থেকে আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু, আমি একজন যীশুর অনুসরণকারী, এবং আমি শাস্ত্রকে ভালোবাসি। কিছু চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেওয়ার অনুমতি আমাকে দিন...

ভূমিকা

আপনি যদি এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে থাকেন - 'যীশু কে?' - তাহলে বাস্তবে আপনি একটা অসাধারণ স্থানে রয়েছেন!

আপনি হয়ত ঈশ্বরের উপর রেগে আছেন, অথবা এই মুহূর্তে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেন না। অথবা আপনি হয়ত ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু অনেক আঘাত পেয়েছেন। হয়ত আপনি একজন মুসলিম, একজন হিন্দু, একজন বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসী, অথবা অন্য কোনো বিশ্বাসে বিশ্বাসী। আপনি হয়ত সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন স্থানে রয়েছেন, যেটা আপনি নিজেও ব্যাখ্যা করতে পারেন না... যাইহোক না কেন, আমার প্রিয় বন্ধু, আপনি যাই অনুভব করেন না কেন, অথবা যে স্থানেই থাকেন না কেন, বাইবেলের ঈশ্বর - প্রথম পুস্তক থেকে শেষ পুস্তক পর্যন্ত - আপনাকে স্বাগত জানায় ও আপনাকে প্রশ্ন করতে অনুনয় করেন: **'যীশু কে?'**

আপনার মনের মধ্যে অনেক, অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে যার উত্তর আমি দিতে পারব না। বাস্তবে, এটি একটি ছোট্ট পুস্তিকা, আমি আপনার কাছে শুধুমাত্র একজন যীশুতে 'বিশ্বাসী' হিসেবে এসেছি, এবং আমার চিন্তাভাবনাগুলি আপনার সাথে ভাগ করে নিতে চাই। আমার চিন্তাভাবনাগুলির উৎস হল আমার বিশ্বাস, বাইবেল, এবং ঈশ্বরের আত্মা।

আমি বিশ্বাস করি যে বাইবেল - যেটা হল ৬৬টি পুস্তকের একটা সংকলন - ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত এক পুস্তক। যেকোনো উত্তম অথবা 'সত্য' বিষয়ের মত, বাইবেলকেও ভুল বোঝা যেতে পারে, অপব্যবহার করা যেতে পারে অথবা সন্দেহ

করা যেতে পারে। কিন্তু, বাইবেলকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মানুষের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, এটি তবুও ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্য উৎস সত্যের প্রকৃত অন্বেষণকারীদের জন্য। এটি লেখা হয়েছিল 'অশিক্ষিত' ব্যক্তিদের দ্বারা, যাতে এটা সহজে পড়া যেতে পারে। ঈশ্বর বাইবেলের মধ্যে নিজেকে আমাদের থেকে লুকিয়ে রাখেন নি; বরং তিনি নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন!

আসুন, এখন আমি শুরু করি এবং এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমার চিন্তাভাবনাগুলি আপনার সাথে ভাগ করে নিই: **'যীশু কে?'**

যীশু কে?

বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে যীশু খ্রীষ্ট - যার অর্থ হল *'সদাপ্রভু উদ্ধার করেন'* - হলেন মানব রূপে ঈশ্বর। ঈশ্বর স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন এবং একজন মানুষের রূপ ধারণ করেছিলেন, যাতে আমরা 'ব্যক্তিগত' ভাবে ঈশ্বরকে জানতে পারি, এবং সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর সাথে যুক্ত হতে পারি।

যীশু হলেন 'মাংসে মূর্তিমান' হওয়া ঈশ্বর। তিনি এসেছিলেন আমাদের পাপ ক্ষমা করতে, এবং আমাদের অনন্ত জীবন দান করতে। এনিই হলেন যীশু, এবং এটাই হল তাঁর আসার *'কারণ'*।

প্রকাশ

বাইবেল আমাদের স্বয়ং বলে যে এটা হল এমন একটা সত্য যা আমাদের বোধগম্যের বাইরে, যা উপলব্ধি করতে অসম্ভব। আমরা এই সত্যকে 'ধরতে' পারি না - যে কীভাবে ঈশ্বর মানুষের রূপ ধারণ করে আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য নেমে এসেছিলেন। আমরা 'এটাকে' বুঝতে পারি না! এটি আমাদের জন্য অনেক মহান একটা বিষয়! হ্যাঁ, বাইবেল আমাদেরকে এই সত্য সম্পর্কে জানায় - এক অসাধারণ সত্য - যা আমাদের মস্তিস্কের মধ্যে খাপ খাওয়ার জন্য তৈরি হয়নি!

আমাদের বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের এই সত্য - যীশু খ্রীষ্ট - হলেন *'সত্য ও আত্মা'*, এবং আমাদের কাছে আমাদের মনের 'বোধগম্যের' দ্বারা আসেন না, কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে 'প্রকাশ' দ্বারা আসেন।

আপনি যদি - আমার মত এবং অনেকের মত - ঈশ্বরকে 'পেতে' চাইছেন, অথবা তাঁকে আপনার মনের মধ্যে বসাতে চাইছেন, তাহলে আমাদের হৃদয় ও আত্মাকে চালকের ভূমিকা দেওয়াটা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আপনি জানেন, আমার প্রিয় বন্ধুরা, বর্তমানে আপনার জীবনের প্রত্যেকটি মূল্যবান বিষয় - *বন্ধু, পরিবার, আনন্দ, ভালোবাসা, শান্তি, ক্ষমা, দয়া* - এইগুলি মনের 'সত্য' নয়, বরং হৃদয় ও আত্মার বিষয়। বাস্তবে, অনেক ক্ষেত্রে, আমরা আমাদের মনকে, আমাদের বোধবুদ্ধিকে, 'হৃদয়ের সত্যকে' অথবা কোনো সম্পর্ককে আঘাত করতে অথবা নষ্ট করতে দিই। ***আপনি কি কখনও আপনার 'মস্তিষ্ককে' আপনার হৃদয়ের উপর রাজত্ব করতে দিয়েছেন, এবং তারপর আপনি সেই বিষয়টি নিয়ে অনুশোচনা করেছেন?*** ঈশ্বর যদি আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের মধ্যে অথবা আমার অপ্রত্যাশিত 'বোধবুদ্ধির' মধ্যে 'খাপ' খেতে পারতেন, তাহলে তিনি একজন অত্যন্ত ক্ষুদ্র ঈশ্বর হতেন বাস্তবে!

বাইবেলের মধ্যে আমাদের জানানো হয়েছে, *'ঈশ্বর হলেন আত্মা, এবং তারা ভজনাকারীরা তাঁকে সত্যে ও আত্মায় ভজনা করে'*। যীশু নিজে তাঁর বাক্য ও প্রকাশের সম্পর্কে বলেছেন, *'আমার বাক্য হল আত্মা ও জীবন'*।

?

আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন যে যীশুর বিষয়ে সত্যগুলি আপনার মনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, কিন্তু আপনার হৃদয়ের দরজায় করাঘাত করছে?

খ্রীষ্টের বার্তা

এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় যে কীভাবে যীশু মানুষদের *'বিশ্বাসের'* প্রতি আবেদন করেছিলেন। তিনি কোনো ধন অথবা সম্পত্তি দেবেন বলে আসেননি। তিনি এমনকি ঈশ্বতত্ত্ব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যও আসেননি। তিনি এই প্রকারের কথা বলেছিলেন, *'কেউ কি পিপাসিত, সে আমার কাছে এসে পান করুক...যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে, তার মধ্যে দিয়ে জীবন্ত জলের উনুই প্রবাহিত হবে'।* যীশু জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমরা 'পিপাসিত' কিনা, এবং তিনি আমাদের 'জীবন্ত জল' দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের হিসাবের মধ্যে 'খাপ' খায় না; রতি আমাদের মনের মধ্যে 'খাপ' খায় না। এবং তবুও এটি আমাদের প্রাণের গভীরে প্রবেশ করে এবং আরও বেশী কিছুর প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে।

যীশুর এই প্রশ্নটি - 'তুমি কি পিপাসিত?' আপনার প্রাণকে কি স্পর্শ করে?

অথবা, উদাহরণ স্বরূপ, যীশু লোকেদের দিকে ফিরে বললেন, *'কেউ কি পরিশ্রান্ত?'* এবং তিনি এক ভিন্ন প্রকারের *'বিশ্রাম'* প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

যীশু অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অলৌকিক কাজগুলির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। একবার যীশু লোকেদের এক ভিড়ের সামনে বলেছিলেন যে তিনি অলৌকিক কাজ করতেন যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে তাঁর কাছে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে। তিনি মানুষের জীবনকে ক্ষণিকের জন্য একটু ভাল ও উন্নত করে তোলার জন্য অলৌকিক কাজগুলি করতেন না। তিনি অলৌকিক কাজ

করতেন যাতে আমরা পাপ ক্ষমা করার তাঁর ক্ষমতাকে দেখতে পাই, এবং *'স্বর্গে আমাদের নাম লিখে রাখি'*।

তাহলে, তাঁর বার্তা কী ছিল? কীভাবে আমি এই 'জীবন', এই 'বিশ্রাম', এই 'জীবন্ত জল' আমার প্রাণের মধ্যে লাভ করতে পারি?

এখানেই যীশুর বার্তা জীবনে প্রয়োগ হয়ে থাকে - আক্ষরিক ভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে...

যীশু বলেছেন, *'আমি সেই দ্বার, যে কেউ আমার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করবে, সে উদ্ধার পাবে'*। যীশু ঈশ্বরের সম্বন্ধে শিক্ষা দেননি; যীশু আমাদেরকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ঈশ্বরকে *জানার জন্য*। আপনার জীবনে সবচেয়ে গভীর বিষয় যেটা আছে, সেটা একজন 'ব্যক্তি', কোনো বস্তু অথবা ধারণা নয়। এক মিনিটের জন্য বিষয়টিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। ***দিনের শেষে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান বিষয়টি কী?*** আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি যে এটি একজন ব্যক্তি। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও একই। আপনার কাছে ঈশ্বরের সবচেয়ে গভীর সত্য হল - স্বয়ং ঈশ্বর। মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে আসার তাঁর উদ্দেশ্য হল যে আপনি ও আমি জেনি তাঁকে বাস্তবে দেখতে পাই, স্পর্শ করতে পারি, ও তাঁকে জানতে পারি। বাস্তবে, যীশুকে যে নাম দেওয়া হয়েছিল, সেইগুলির মধ্যে একটা নাম হল 'ইম্মানুয়েল', যার অর্থ হল *'আমাদের সহিত ঈশ্বর'*। যীশু - মানব রূপে ঈশ্বর - এসেছিলেন যাতে তিনি আমাদের সাথে, এখন এবং চিরকাল বসবাস করতে পারেন।

?

আপনি কি ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরকে জানতে চান?

বিশ্বাস

যীশু আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তাঁকে *'বিশ্বাস'* করার জন্য। তিনি যখন মানুষদের সাথে ছিলেন, তখন তিনি এই আমন্ত্রণ দিয়েছিলেন, এবং তারা তাঁকে 'দেখতে' পেয়েছিল। *তারা যদি তাঁকে দেখতেই পায়, তাহলে তাঁকে 'বিশ্বাস' করার উপর এত জোর দেওয়া হয়েছে কেন?* 'বিশ্বাস' সম্পর্কিত দুটি বিষয় আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে:

১। *একজন প্রকৃত বন্ধু আপনাকে বিশ্বাস করে!*

আপনি কি এমন কোনো বন্ধু পেয়েছেন যে শুধু নামেই 'বন্ধু', কিন্তু কখনই আপনার পক্ষে থাকেনি? এই ব্যক্তি আপনাকে জানে ও দেখে, এবং যখন আপনি তার আশেপাশে থাকেন তখন সে আপনাকে স্বীকৃতি জানায়; এই ব্যক্তি আপনার সাথে একটা 'সম্পর্ক' রাখে, কিন্তু তারা আপনাকে *'বিশ্বাস'* করে না। আপনার প্রতি তাদের হৃদয়ের একটা দিক বন্ধ করে রেখেছে। আপনি কি তার অনুভূতিগুলির সাথে, সম্পর্কের মধ্যে অভিজ্ঞতাগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে পারবেন?

যীশু এসেছিলেন - মানব রূপে ঈশ্বর - *'আমাদের সাথে'* বসবাস করার জন্য। তাঁর নাম, ইম্মানুয়েল কথাটির অর্থ হল *'আমাদের সহিত ঈশ্বর'*।[1] যীশু চান যে আপনি শুধু তাঁকে 'স্বীকৃতি' জানান; তিনি এসেছিলেন ভালোবাসা পেতে, আপনার

1 যিশাইয় ৭:১৪/মথি ১:২৩

সাথে একটা 'বিশ্বাসের' সম্পর্কে প্রবেশ করতে। *একটি প্রকৃত বন্ধুত্বের প্রাণ হল পরস্পরের উপর বিশ্বাস করা।*

যীশু বলেছেন, *'আমি তোমাকে আমার বন্ধু বলেছি'।* যীশু এটাও বলেছেন যে এর থেকে বড় প্রেম একজন বন্ধু দেখাতে পারে না যে সে তার বন্ধুর জন্য প্রাণ ত্যাগ করে।[2]

২। দেখতে পাওয়ার অর্থ হল বিশ্বাস না করা!

যীশু যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন, অনেক মানুষেরা তাঁর শক্তিকে দেখেছিল, কিন্তু তাঁকে বিশ্বাস করেনি। হয়ত আপনি, আমার মতোই, কখনও কখনও আশা করেন, অথবা বলে ফেলেন, *"আমি যদি বাস্তবে যীশুকে 'দেখতে' পেতাম..."।* সত্য এটা, অনেকেই - অধিকাংশ লোকেরা - যারা তাঁকে রক্ত-মাংসে দেখেছিল ও তাঁর অলৌকিক শক্তিকে নিজের চোখে দেখেছিল, তাঁকে বিশ্বাস করেনি। অনেক সময়ে, বাস্তবে, যখন তিনি অলৌকিক কাজ করেছিলেন, লোকেরা তাঁর *বিরুদ্ধে* চলে গিয়েছিল। অবশেষে, *যতজন* তাঁকে 'দেখেছিল' - যারা তাঁর কথা শুনেছিল, তাঁর সাথে চলাফেরা করেছিল, তাঁর দ্বারা অলৌকিক কাজের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিল - তারাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল অথবা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। যতজন তাঁকে দেখেছিল, তাদের সামনে সকালের আলোতে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

তাই যীশু আমাদের 'বিশ্বাস' করতে বলেছেন, না দেখেই। মানুষ যখন তাঁকে দেখেছিল, তখন তাঁকে হত্যা করেছিল। আমরা সেই বিষয়টিকে অনুসরণ করাতে বিশ্বস্ত থাকতে পারি না যেটা আমরা নিজের চোখে দেখে থাকি। আমরা একটা সময়ের জন্য আনুগত্য থাকতে পারি, যেমন শিষ্যেরা ছিলেন, কিন্তু কোনো একটা পর্যায় আমাদের চোখ, আমাদের মন, আমাদের হৃদয় আমাদের ব্যর্থ করবে ও আমরা তাঁকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দিই। আমরা যা দেখেছিলাম ও ভালবেসেছিলাম, সেটার বিরুদ্ধে চলে গিয়ে থাকি।

যীশু তাঁর শিষ্য, থোমাকে বলেছিলেন, *'ধন্য তারা, যা না দেখে বিশ্বাস করে'।*

---

2 যোহন ১৫:১৩-১৫

পৃথিবীতে, যীশু চান যে আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের চোখ দিয়ে 'দেখি' ও বিশ্বাস করি - অর্থাৎ, *গ্রহণ করি, অনুসরণ করি, বাধ্য হই, আরাধনা করি।* যীশু আপনার সাথে একটা প্রকৃত সম্পর্ক চান, একটা বন্ধুত্ব চান! একদিন আমরা মহিমায় চলে যাবো, যেখানে আমাদের দৃষ্টি কোমল হবে ও আমাদের হৃদয় স্থির থাকবে, এবং তাঁকে আমরা *'সম্মুখাসম্মুখিন'* দেখবো। কিন্তু এখন, এটাকেই বিশ্বাস বলা হয়।

আপনি কি অনুভব করেন যে আপনি হৃদয়ের চোখ দিয়ে যীশুকে 'দেখছেন'?

গুপ্তধন

যীশুকে 'দেখে' বিশ্বাস করা কেন কঠিন? কেনই বা সমস্ত জগত যীশুর কথা শুনে তাঁকে বিশ্বাস করে না?

যখন আমি শাস্ত্র পাঠ করি, আমি দেখে অবাক হই যে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করেন। সময়ের শুরু থেকে, যদিও ঈশ্বর সব মানুষকে সমান ভাবে ভালোবাসেন, কেউ কেউ ঈশ্বরকে *'জেনেছিল'* এবং কেউ কেউ জানেনি। এটাকে বুঝতে পারা, উপলব্ধি করতে পারা, ব্যাখ্যা করতে পারা আমাদের পক্ষে অসম্ভব - এবং অসম্ভব থাকবে।

যীশু যখন এই পৃথিবীতে চলাফেরা করেছিলেন, প্রচার করেছিলেন ও অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তখনও একই ঘটনা ঘটেছিল। কিছু কিছু মানুষেরা তাঁর চরনে পড়ে বলেছিল, *'তুমিই প্রভু!'* অন্যেরা তাঁকে নিচু চোখে দেখেছিল, তাঁর ঠাট্টা করেছিল ও তাঁর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। এটা কীভাবে সম্ভব? কীভাবে একজন মানুস খ্রীষ্টের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে দেখতে পায়, এবং অন্যেরা একইভাবে, একই সময়ে খ্রীষ্টকে দেখে এবং শুধু একজন মানুষ হিসেবে দেখে? আমি এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারব না!

কিন্তু যীশুর জীবন ও শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে আমি যা দেখেছি, যে তিনি নিজেকে গভীর ভাবে ও নীরবে প্রকাশ করেছিলেন। *অনেকটাই গভীরে ও অনেকটাই নীরবে!* যখন কোনো একজন ব্যক্তি যীশুকে প্রকৃত ভাবে 'দেখতে' পায়, - *'আমাদের সহিত ঈশ্বর'* - তখন সেই প্রকাশ সেই ব্যক্তির হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে, এবং তাকে

চিরকালের জন্য পরিবর্তন করে। কিন্তু যেহেতু এই প্রকাশ এতটাই গভীর, ও নির্মল, ও নীরব, এটি আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেদের নজরের বাইরে চলে যায়। জীবনের উপরের স্থরে আওয়াজ ও আকাঙ্ক্ষাগুলির দ্বারা আমরা এতটাই বিক্ষিপ্ত হই, যে ঈশ্বরের গভীর বিষয়গুলি আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

এই সত্যটিকে বোঝানোর জন্য যীশু একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, *'স্বর্গ-রাজ্য ক্ষেত্রমধ্যে গুপ্ত এমন ধনের তুল্য, যাহা দেখিতে পাইয়া এক ব্যক্তি গোপন করিয়া রাখিল, পরে আনন্দ হেতু গিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিল'।*[3]

?

আপনি কি অনুভব করেন যে যীশু হলেন সেই গুপ্তধন যাকে আপনি দেখা শুরু করেছেন, কিন্তু আপনার চারিপাশের অনেকেই সেই বিষয়টিকে দেখতে পাচ্ছে না?

3 মথি ১৩:৪৪

রক্ত

যীশুর কাহিনীটি অসাধারণ! আমাদের বলা হয়েছে যে ঈশ্বর রূপে, তিনি আমাদেরকে পাপ থেকে, আমাদের *'কলঙ্ক'* থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। আপনি জানেন, আমাদের গভীরতম পাপ সাধারণত রক্তের দাগ ছেড়ে রেখে যায়। রক্ত, যা মানুষের জন্য জীবনের উৎস, সেখানেই ছড়িয়ে পড়ে যেখানে অত্যাচার হয়, যেখানে নির্যাতন হয়, যেখানে দুর্ভাগ্য থাকে, যেখানে মৃত্যু থাকে। আমাদের সবার হাঁটে সেটা আছে, প্রত্যক্ষ ভাবে হোক অথবা পরক্ষ ভাবে হোক। আমরা এমন একটা পৃথিবীতে বাস করি যেটা দাসত্ব ও নির্যাতনের উপর গড়ে উঠেছে, আমরা সবাই হয় রক্ত বইয়েছি, অথবা সেই সকল চুরির জিনিস ভক্ষণ করেছি যা লোকেদের রক্ত বইয়েছে। এটি একটি অসস্থিকর সত্য - কিন্তু রক্তসেচন আমাদের জগতের অন্ধকারময়ের গভীরে রয়েছে এবং ঈশ্বরের থেকে আমাদের বিচ্ছেদের কারণ।

তাই যীশু এসেছিলেন, এবং তিনি আমাদেরকে এই পাপ থেকে ও অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে চান। তিনি আমাদেরকে সেই সকল অন্যায় থেকে মুক্ত করতে চান যা আমরা সহ্য করেছি, এবং যা আমরা করেছি। তিনি প্রত্যেক প্রাণকে, প্রত্যেক হৃদয়কে, এবং এমনকি যে দেশে আমরা বসবাস করি, সেই দেশকে সুস্থ করতে চান। আমাদের বলা হয়েছে যে যীশু এক অসাধারণ, আত্মিক উপায়ে *'উদ্ধারের'* ও *'ক্ষমার'* এই পথকে খুলে দিয়েছেন: ***যীশু আমাদের পাপকে তাঁর নিজের দেহের মধ্যে বহন করেছিলেন এবং তারপর তিনি সেই পাপ নিয়ে***

মারা গিয়েছিলেন। বাইবেলের একটা পদে এইভাবে লেখা আছে: *'তিনি আমাদের জন্য পাপস্বরূপ হলেন'।*[4]

যীশু আমার দোষ ও লজ্জা নিজের উপর নিয়ে নিয়েছিলেন, এবং তারপর সেইগুলি নিয়ে মারা গিয়েছিলেন। আমার পাপ সঙ্গে করে মারা যাওয়ার পর, যীশু মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিলেন, কিন্তু আমার পাপ আর তাঁর সাথে ফিরে আসেনি। তিনি পাপগুলিকে সেই কবরেই ফেলে এসেছিলেন। যীশু আমার পাপ তুলে নিয়েছিলেন, সেটাকে নিয়ে মারা গিয়েছিলেন এবং আমার জন্য ক্ষমা ও এক নতুন জীবন সঙ্গে করে বেঁচে উঠেছিলেন।

বাইবেলের একটা শক্তিশালী পদ বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে: যীশুর রক্ত আমাদের রক্তের তুলনায় আরও *'উত্তম কথা বলে'।*

এই কারণে, যখন আমরা যীশুকে বিশ্বাস করি এবং তাঁর ক্ষমাকে গ্রহণ করি, তখন আমরা তাঁর বলিদানে বহানো রক্তের জন্য, *'যীশুর রক্তের'* জন্য কৃতজ্ঞ হই।

?

আপনি কি তাঁর রক্ত দ্বারা 'ধৌত' হতে চান?

4 ২ করিন্থীয় ৫:২১

আত্মা

যীশু জীবিত! তিনি শারীরিক ভাবে রয়েছেন, ও স্বর্গে রয়েছেন। একদিন আপনি তাঁকে *'সামনা-সামনি'* দেখতে পাবেন।

কিন্তু যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের বলছিলেন যে তিনি শীঘ্রই এই পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চলে যাবেন, তিনি তাদের বলেছিলেন যে তারা যেন এই বিষয়টিতে আনন্দ করে - দুঃখিত না হয় - কারণ এর অর্থ হল যে *পবিত্র আত্মা* তাদের কাছে আসবেন, তাদের *'মধ্যে'* থাকবেন।[5]

আপনি লক্ষ্য করবেন, যীশু যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন, তিনি একজন মানুষের রূপে ছিলেন। যীশু যদি কোনো একটা গ্রামে যেতেন, এর অর্থ ছিল তিনি সেই সময়ে অন্য কোনো গ্রামে উপস্থিত ছিলেন না। যীশু যদি তাঁর শান্তির হাত কোনো মানুষের উপরে রাখতেন, এর অর্থ ছিল সেই সময়ে তিনি তাঁর শান্তির হাত অন্য কোনো মানুষের উপর রাখেন নি। তিনি একজন মানব রূপে ছিলেন, এবং সেই কারণে তিনি স্থান ও কালের মধ্যে সীমিত ছিলেন, ঠিক আমাদের মত।

যীশু যখন স্বর্গে চলে গিয়েছিলেন, তখন যীশুর আত্মা, *পবিত্র আত্মা, সমস্ত* পৃথিবীর উপর ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ এই যে এখন যীশু একই সময়ে প্রত্যেক গ্রামে উপস্থিত থাকতে পারেন, প্রত্যেক হৃদয়ে ও প্রত্যে মানুষের বাড়িতে উপস্থিত থাকতে পারেন। এর অর্থ এইও যে যীশু বাস্তবে শুধু আমাদের পাশেই চলাফেরা করেন না, তিনি আমাদের অন্তরের *ভীতরেও* বসবাস করতে পারেন।

---

5 যোহন ১৪:১৭,২৬,২৮

এখন যখন যীশু পৃথিবীর বুকে তাঁর লক্ষ্যকে পূর্ণ করেছেন - মৃত্যু বরণ করা ও পুনরুত্থিত হওয়ার দ্বারা আমাদেরকে ক্ষমা ও অনন্ত জীবন প্রদান করা - তিনি শারীরিক ভাবে এখন স্বর্গে বাস করেন। এখন পবিত্র আত্মার দ্বারা আমরা তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকি।

যখন আমরা যীশুকে বিশ্বাস করি, তিনি তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে, আমাদের প্রাণে, ও আমাদের আত্মায় এসে বসবাস করেন - *'আমাদের সহিত ঈশ্বর'*।

আপনি কি যীশুকে বিশ্বাস করতে চান, এবং আপনার জীবনে ও হৃদয়ে পবিত্র আত্মাকে লাভ করতে চান?

আমন্ত্রণ

যীশু বলেছেন, *'আমি সেই দ্বার, আমার মধ্যে দিয়ে যে প্রবেশ করবে, সেই পরিত্রাণ পাবে'* (যোহন ১০:৯)।

আপনি কি এখনই আপনার হৃদয়ে ও জীবনে যীশুকে আমন্ত্রণ জানাতে চান?

এটি একটি আত্মিক সিদ্ধান্ত, এবং যীশুকে আপনার জীবন দান করার মধ্যে দিয়ে পাপের ক্ষমা ও অনন্ত জীবন লাভ করবেন। যে মুহূর্তে আপনি যীশুকে জানেন, সেই মুহূর্ত থেকে আপনি একটি নতুন পথে চলা শুরু করেছেন, যেটা *'প্রভাতীয় জ্যোতির ন্যায়, যাহা মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর দেদীপ্যমান হয়'* (হিতোপদেশ ৪:১৮)।

এইভাবে আপনি মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে যেতে পারেন, এবং যীশু খ্রীষ্টকে জানতে পারেন। ২টি প্রধান বিষয় 'করতে' হবে। আমি এইগুলিকে নীচে উল্লেখ করেছি, এবং তারপর একটা প্রার্থনা লিখেছি যা আপনি হৃদয় থেকে পড়তে পারবেন ও 'প্রার্থনা' করতে পারবেন:

১। *পাপ থেকে মন ফেরানো:*

আপনাকে পাপ থেকে মন ফেরাতে হবে। হ্যাঁ, এটি একটি কঠিন পদক্ষেপ, কিন্তু এই পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যীশু আহ্বান করেন। আপনাকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে

হবে যে ঈশ্বরের সাহায্যে আপনার পাপ থেকে মন ফেরাবেন কিনা - *অর্থের প্রতি প্রেম, লালসা, লোভ, অসৎ স্বভাব, নেশা, ব্যভিচার, অশ্লীল ছবি দেখা,* ইত্যাদি।

পাপ থেকে মন ফেরানো হল একটা 'হৃদয়ের সিদ্ধান্ত', এবং সময়ের সাথে সাথে এটা যেন আপনার জীবন ও পরিবারে দেখতে পাওয়া যায়। অনেক বিষয় থাকতে পারে যা আপনাকে হয়ত কেটে ফেলে দিতে হবে, ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে, বন্ধ করতে হবে, দিয়ে দিতে হবে...আপনি যদি মন ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং বাস্তবে *'ঘুরে দাঁড়ান'* (এটাই হল 'মন ফেরানোর' অর্থ), তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আপনি সঠিক দিকে মুখ করেছেন।

২। *যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাসঃ*

উপরে আমরা আলোচনা করেছি যেকোনো সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস করার গুরুত্ব ও 'সত্য' নিয়ে। যীশু আমাদের আহ্বান করেন তাঁর উপর বিশ্বাস করার জন্য। যীশু আমাদেরকে একটা *বিশ্বাসের পদক্ষেপ* নেওয়ার জন্য আহ্বান করেন, এবং তাঁতে আমাদের বিশ্বাসকে উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে বলেন। নীচে আমি একটা প্রার্থনা লিখেছি যেটাকে আপনি আপনার নিজের প্রার্থনা করে তুলতে পারেন। এই প্রার্থনাটি যেন অবশ্যই আপনার হৃদয় থেকে উত্থাপিত হয়, আন্তরিক হয়।

আপনি যদি পাপ থেকে মন ফেরান ও যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেন, তাহলে এই মুহূর্তে তিনি পবিত্র আত্মাকে আপনার হৃদয়ে দেবেন, আপনার পাপ ক্ষমা করবেন, এবং স্বর্গে আপনার নাম লিখে রাখবেন!

প্রার্থনা

প্রিয় প্রভু যীশু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে তুমি আমাকে ভালবেসেছ। আমার পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাকে ক্ষমা ও অনন্ত জীবন প্রদান করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আজকে আমি আমার পাপ থেকে মন ফেরাই, এবং আমার বিশ্বাস ও আস্থা তোমার উপর রাখি। আমি তোমাকে আমার পাপ সকল ক্ষমা করতে বলি, ও আমার মধ্যে পবিত্র আত্মাকে দেওয়ার জন্য যাচ্ঞা করি।

প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে ক্ষমা করার জন্য। আমাদের উদ্ধার করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে বিশ্বস্ত হতে ও জীবনের শেষ পর্যন্ত তোমাকে অনুসরণ করতে আমাকে সাহায্য কর, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি তোমাকে সামনা-সামনি দেখছি। যীশুর নামে আমি এই প্রার্থনা করি, আমেন!

নতুন জীবন

আপনি যদি যীশুতে বিশ্বাস করার এই পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি উদ্ধার পেয়েছেন! আপনি ক্ষমা লাভ করেছেন! আপনি একটা *'নতুন সৃষ্টি'* হয়েছেন। এটাই হল ঈশ্বরের সত্য। এটাই হল যীশুর বার্তা।

একজন সদ্যজাত 'বিশ্বাসী রূপে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি প্রত্যেক দিন বাইবেল পাঠ করা শুরু করেন, এবং কিছুক্ষণ সময় যীশুর কাছে প্রার্থনায় অতিবাহিত করেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি একটি উত্তম, খ্রীষ্টিয় কেন্দ্রিক মণ্ডলীর সাথে যুক্ত হন, যাতে আপনি আপনার বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে পারেন এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের সমর্থনে জীবন যাপন করতে পারেন।

আপনার কাছে যদি কোনো বাইবেল না থাকে, আমি প্রস্তাব দেবো যে একটা কিনে নিন। অনলাইনে, অথবা পুস্তকের দোকানে একটা বাইবেলের খোঁজ করুন।

আমি প্রত্যেক দিন একটা করে অধ্যায় পাঠ করি। হয়ত **লূক** লিখিত সুসমাচার দিয়ে শুরু করুন, এবং তারপর পড়তে থাকুন...

একটি উত্তম, নির্ভরযোগ্য মণ্ডলী খুঁজে বের করুন। প্রার্থনা করুন ও প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা করুন যাতে তিনি আপনাকে এই সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালনা করেন। এমন কোনো খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীর থেকে মণ্ডলীর প্রস্তাব জানতে চান, যাকে আপনি চেনেন ও ভরসা করেন। প্রত্যেক সপ্তাহে মণ্ডলীতে অন্তত একবার অবশ্যই যাবেন, সেটাকে প্রভুর উদ্দেশে একটা 'ত্যাগস্বীকার' করে তুলবেন। এটাকে সম্ভব করে

তোলার জন্য আপনার কর্মসূচীতে হয়ত কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে, এবং এমনকি আপনার অর্থনীতিতেও পরিবর্তন করতে হবে। *এর জন্য ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবেন!*

আমি আপনার থেকে শুনতে পছন্দ করবো! আপনি যদি বিশ্বাসের এই পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন, তাহলে পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া আমার ওয়েবসাইটে যান, আমাকে ইমেইল করুন ও আমাকে জানান। আমি আপনার সাথে আনন্দ করবো ও আপনার জন্য প্রার্থনা করবো!

আমার ভাই ও বোন, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন! যতদিন না পর্যন্ত আমাদের সামনা-সামনি দেখা হচ্ছে - আমাদের পরিবারের মিলন সভাতে! - ঈশ্বর আপনাকে যীশুর নামে আশীর্বাদ করুন, আপনাকে রক্ষা করুন ও সমৃদ্ধশালী করে তুলুন!

আরও উপাদানের জন্য, দয়া করে আমার ওয়েবসাইটে যান:

www.1peter1three.weebly.com

'সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন ও তোমাকে রক্ষা করুন; সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ উজ্জ্বল করুন, ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন; সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ উত্তোলন করুন, ও তোমাকে শান্তি দান করুন'। গণনাপুস্তক ৬:২৪-২৬

যে শাস্ত্রগুলি উল্লেখ করা হয়েছে

ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য আমাদের অনুনয় করেন: ২ করিন্থীয় ৫:২০

শুধুমাত্র খ্রীষ্টকে, তাঁর শাস্ত্রকে, ও তাঁর আত্মাকে জানতে পারা: ১ করিন্থীয় ২:২-৩

অনুপ্রেরণা ও বাইবেলকে ভুল ভাবে ব্যবহার করা: ইব্রীয় ৪:১২/যিরমিয় ২৯:১৩ (এ ছাড়াও দেখুন মথি ৪:১-১১ ও ২ করিন্থীয় ৪:২)

শাস্ত্রের অশিক্ষিত লেখক: প্রেরিত্ ৪:১৩

যীশু নামের অর্থ, 'সদাপ্রভু উদ্ধার করেন': মথি ১:২১

যীশু হলেন মানব রূপে ঈশ্বর: যিশাইয় ৭:১৪/মথি ১:২৩; যিশাইয় ৯:৬; যোহন ১:১-৫,৯,১৪; যোহন ৮:৫৮/যাত্রাপুস্তক ৩:১৪; যোহন ১০:৩০; যোহন ১৪:৯; যোহন ৯:৩৮/মথি ১৪:৩৩/যাত্রাপুস্তক ২০:৫; যোহন ৫:৪৬; কলসীয় ১:১৫-২০; ইব্রীয় ১:৩; ফিলিপীয় ২:৬-১১; সখরিয় ১৪:৯/প্রেরিত্ ৪:১২; প্রকাশিত বাক্য ১:১৩-১৮

পাপ ক্ষমা করা ও অনন্ত জীবন প্রদান করার যীশুর উদ্দেশ্য: লূক ৫:২৪; যোহন ১১:২৫-২৬; যোহন ৪:১৩-১৪

প্রকাশ, যা আমাদের জন্য বুঝতে পারা অসম্ভব: যোহন ৬:৩৭,৬৫; মথি ১৬:১৬-১৮; রোমীয় ১১:৩৩-৩৬; যিশাইয় ৫৫:৮-৯; গীতসংহিতা ৩৬:৯; ২ করিন্থীয় ৪:৬; যোহন ৪:২৪ এবং যোহন ৬:৬৩

খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করা: যোহন ৭:৩৭-৩৮; যোহন ১১:২৫-২৬; যোহন ৯:৩৫; মথি ১১:২৮-৩০; লূক ৫:২৪; লূক ১০:২০; যোহন ১০:৯; যোহন ৫:৩৯-৪০; যোহন ১৫:১৩-১৫

দেখার অর্থ হল বিশ্বাস না করা: যোহন ১১:৪৫,৫৩; মথি ২৬:৫৬; মার্ক ১৫:২৫; যোহন ২০:২৯; ২ করিন্থীয় ৪:৬; ২ করিন্থীয় ৫:৭; ১ যোহন ৩:২; ১ করিন্থীয় ১৩:১২

ঈশ্বর সবাইকে সমান ভালোবাসেন: ২ পিতর ৩:৯; ১ তীমথিয় ২:৪; মথি ১৮:১৪; যোহন ৩:১৬

খ্রীষ্টের আরাধনা ও খ্রীষ্টের প্রত্যাখ্যান: যোহন ৯:৩৮; মথি ১৪:৩৩; যোহন ১০:২০; ২ করিন্থীয় ৫:১৬

গভীর ও নীরব প্রকাশ: মথি ১৬:২০; মার্ক ১:২৪,৩৪,৪৪; মার্ক ৪:১১; যিশাইয় ৬:৯; ২ করিন্থীয় ৫:১৬; গীতসংহিতা ৪২:৭; মথি ১৩:৪৪

রক্ত এবং খ্রীষ্টেতে স্বাধীনতা: যিশাইয় ১:১৮; গীতসংহিতা ২৫:১৫; ২ করিন্থীত ৫:১৭; গালাতীয় ২:২০; লূক ৪:১৮/যিশাইয় ৬১:১; যিশাইয় ৪২:৩; ২ বংশাবলি ৭:১৪; ২ করিন্থীয় ৫:২১; ইব্রীয় ৯:২২; ইব্রীয় ১২:২৪

আত্মা: যোহন ১৪:১-৪; প্রকাশিত বাক্য ১:১৩-১৮; ১ করিন্থীয় ১৩:১২; যোহন ১৪:১৭,২৬,২৮

আমন্ত্রণ এবং নতুন জীবন: ইফিষীয় ১:১৩-১৪; কলসীয় ১:২৭; হিতোপদেশ ৪:১৮; যোহন ৫:২৪; মার্ক ১:১৫; মথি ৩:৮; প্রেরিত্ ৩:১৯; রোমীয় ১০:৯; লূক ১০:২০; ২ করিন্থীয় ৫:১৭; ইব্রীয় ১০:২৫; গীতসংহিতা ১; যিহোশূয় ১:৯; ইব্রীয় ৪:১২/২ তীমথিয় ৩:১৬

এই অনুবাদের জন্য সান্ডে স্কুল সেন্টার উদারতার সাথে আর্থিক সাহায্য করেছে:
www.sunday-school-center.com